বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

অডিট রিপোর্ট

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্ত:বাহিনীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের
হিসাব সম্পর্কিত

অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

বাংলাদেশের কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর কার্যালয়

প্রথম খন্ড

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ এর নিয়ন্ত্রণাধীন
বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানসমূহের
হিসাব সম্পর্কিত

অর্থ বছর ঃ- ২০০৫-২০০৬

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ-১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশকৃত।

সূচীপত্র

ক্রমিক নম্বর	বিবরণ	পৃষ্ঠা নম্বর
১.	কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল এর প্রত্যয়ন	ক
২.	মহাপরিচালক এর বক্তব্য	খ
৩.	প্রথম অধ্যায়	১
৪.	অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ	৩
৫.	অডিট বিষয়ক তথ্য	৫
৬.	ম্যানেজমেন্ট ইস্যু	৭
৭.	অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ	৯
৮.	অডিটের সুপারিশ	১১
৯.	দ্বিতীয় অধ্যায়	১৩
১০.	Abbreviation & Glossary	১৫
১১.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০১ ঃ *খাওয়ার অযোগ্য গুড়া দুধের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি।*	১৭
১২.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০২ ঃ *ঝুঁকি ক্রয়ে (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি।*	১৮
১৩.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৩ ঃ *এডমিশন ফি এবং ভর্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত টাকা/ অনাদায়ী টাকা আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ক্ষতি।*	১৯
১৪.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৪ ঃ *সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।*	২০
১৫.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৫ ঃ *১×২০ ফুট সাইজের কন্টেইনার জাহাজী করণের বিপরীতে ১×৪০ ফুট সাইজের খালাসকৃত অবাস্তব কন্টেইনার এর জাহাজ ভাড়া দাবী/পরিশোধ করায় ক্ষতি।*	২১
১৬.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৬ ঃ *সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারী সিদ্ধান্ত ব্যতীত বিভিন্ন হারে বিতরণ করায় ক্ষতি।*	২২
১৭.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৭ ঃ *পারিবারিক বাসস্থানে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি।*	২৩
১৮.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৮ ঃ *অনিয়মিতভাবে হোয়াইট/কালার ওয়াশ এর পরিবর্তে Acrylic Weather Coat Paint ব্যাবহার করায় সরকারের ক্ষতি।*	২৪
১৯.	অনুচ্ছেদ নম্বর-০৯ ঃ *নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে সিপিসি প্রদান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।*	২৫
২০.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১০ ঃ *সরকারি সম্পত্তি ইজারা/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।*	২৬
২১.	অনুচ্ছেদ নম্বর-১১ ঃ *ব্যর্থ ঠিকাদারের Risk and Cost এ অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায়যোগ্য।*	২৭

ক

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১২৮, কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) এ্যাক্ট, ১৯৭৪ এবং কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল (এডিশনাল ফাংশন্স) (এমেন্ডমেন্ট)এ্যাক্ট, ১৯৭৫ অনুযায়ী মহাপরিচালক, প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর কর্তৃক প্রণীত এই অডিট রিপোর্ট জাতীয় সংসদে উপস্থাপনের লক্ষ্যে সংবিধানের অনুচ্ছেদ ১৩২ অনুযায়ী মহামান্য রাষ্ট্রপতির নিকট পেশ করা হলো।

তারিখ ঃ ২৭.০৭.১৪১৫ বঙ্গাব্দ
১১.১১.২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
আহমেদ আতাউল হাকিম
কম্পট্রোলার এন্ড অডিটর জেনারেল
বাংলাদেশ।

খ

মহাপরিচালকের বক্তব্য

প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় ও সশস্ত্র বাহিনী বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন বাংলাদেশ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীসংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান সমূহ কর্তৃক সম্পাদিত কাজের রেকর্ডপত্র পর্যালোচনা পূর্বক আর্থিক ক্ষতির পরিমাণ ও অনিয়মসমূহ সরকারের নজরে আনাই এ নিরীক্ষার মূল উদ্দেশ্য। প্রতিবেদনটি পর্যালোচনায় দেখা যায় যে, দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা, হিসাব রক্ষণে অনিয়ম, অতিরিক্ত ব্যয়ের প্রবণতা, চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম, রাজস্ব আয় নির্ধারিত খাতে জমা না করা, অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা, বিধি-বিধান প্রতিপালনে অদক্ষতা ইত্যাদি কারণে অনিয়মসমূহ সংঘটিত হয়েছে। সার্বিক বিবেচনায় প্রতিরক্ষা সার্ভিসের বিভিন্ন ইউনিট ফরমেশন এবং প্রতিষ্ঠানসমূহে সরকারি বিধি বিধান প্রতিপালনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আরও নিবিড় তদারকি প্রয়োজন।

ঢাকা ৩০.০৬.১৪১৫ বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ ---------------------------
১৫.১০.২০০৮ খ্রিষ্টাব্দ

স্বাক্ষরিত
(নূরুন নাহার)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর

প্রথম অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ ও ম্যানেজমেন্ট ইস্যু)

অডিট অনুচ্ছেদের সার-সংক্ষেপ

অনুচ্ছেদ নম্বর	আপত্তির শিরোনাম	জড়িত টাকা
০১	খাওয়ার অযোগ্য গুড়া দুধের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের আর্থিক ক্ষতি ।	৩,১০,১২,৮৮৬
০২	ঝুঁকি ক্রয়ে (**Risk Purchase**) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় ক্ষতি।	৯৬,২৭,৬৮৬
০৩	এডমিশন ফি এবং ভর্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত টাকা/ অনাদায়ী টাকা আদায় ও সরকারী কোষাগারে জমা না করায় সরকারের ক্ষতি।	১২,৫৭,৮৫২
০৪	সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	১,৩৪,৪৩,২৮৫
০৫	১×২০ ফুট সাইজের কন্টেইনার জাহাজী করণের বিপরীতে ১×৪০ ফুট সাইজের খালাসকৃত অবাস্তব কন্টেইনার এর জাহাজ ভাড়া দাবী/পরিশোধ করায় ক্ষতি।	৮,৩৯,৬৪৫
০৬	সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারী সিদ্ধান্ত ব্যতীত বিভিন্ন হারে বিতরণ করায় ক্ষতি।	৫,৫৮,০৫৫
০৭	পারিবারিক বাসস্থানে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি।	১,৬৮,৭২,০৮৪
০৮	অনিয়মিতভাবে হোয়াইট/কালার ওয়াশ এর পরিবর্তে Acrylic Weather Coat Paint ব্যাবহার করায় সরকারের ক্ষতি।	৩২,১৯,৬৪০
০৯	নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে সিপিসি প্রদান করায় সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়।	৩১,৩৬,৫১৬
১০	সরকারি সম্পত্তি ইজারা/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।	৫,৫০,০২৩
১১	ব্যর্থ ঠিকাদারের Risk and Cost এ অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ আদায়যোগ্য।	১,০১,০৭৯

অডিট বিষয়ক তথ্য

নিরীক্ষা অর্থ বৎসর ঃ ২০০৫-২০০৬।

নিরীক্ষিত প্রতিষ্ঠান ঃ সেনা, নৌ, বিমান ও আন্তঃবাহিনীর বিভিন্ন ইউনিট সমূহ।

নিরীক্ষার প্রকৃতি ঃ আর্থিক ও নিয়মানুসরণ নিরীক্ষা।
(Financial & Compliance Audit)

নিরীক্ষার সময় ঃ

অনুচ্ছেদ নং	প্রতিষ্ঠানের নাম	নিরীক্ষার সময়
১	ডিজিডিপি	০৮-৪-২০০৭ হতে ০৬-৫-২০০৭
২	বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, গাজীপুর	২১-৬-২০০৭ হতে ২৮-০৬-২০০৭
৩	আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা	১৭-৬-২০০৭ হতে ২৬-৬-২০০৭
৪	সি এম এইচ, ঢাকা, এবং সি এম এইচ, কুমিল্লা	০৫-১১-২০০৬ হতে ২২-১১-২০০৬ এবং ১২-১২-২০০৬ হতে ১৯-১২-২০০৬
৫	এস এফ সি (নৌ) লালাসরাই মিরপুর	১৮-৩-২০০৭ হতে ০৯-৪-২০০৭
৬	বি,এন,এস,পতেঙ্গা	০৭-৫-০৭ হতে ১৫-৫-০৭
৭	বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থিত জিই এবং এজিই কার্যালয় সমূহ	২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব বিভিন্ন সময় নিরীক্ষা করা হয়।
৮	বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থিত জিই এবং এজিই কার্যালয় সমূহ	২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব বিভিন্ন সময় নিরীক্ষা করা হয়।
৯	সি এম ই এস (বিমান) কুর্মিটোলা, ঢাকা এবং জিই (আর্মি) বগুড়া ক্যান্টের	০৮-৪-২০০৭ হতে ১৭-৪-২০০৭ এবং ১৯-৪-২০০৭ হতে ১৬-৫-২০০৭
১০	এমইও, চট্টগ্রাম সেনানিবাস	০৪-২-০৭ হতে ১০-২-০৭
১১	ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই (বিমান) কুর্মিটোলা,ঢাকা ক্যান্ট	১৮-৪-২০০৭ হতে ২৬-৪-২০০৭

নিরীক্ষা পদ্ধতি ঃ নমুনা সংগ্রহের মাধ্যমে স্থানীয় যাচাই ।
(Local Audit by Sampling)

অডিট রিপোর্ট প্রণয়নে সার্বিক তত্ত্বাবধানে যারা ছিলেন ঃ

(১) জনাব নূরুন নাহার, মহাপরিচালক
(২) জনাব মোঃ শাহ আলম, পরিচালক
(৩) জনাব সাঈদ মোহাম্মদ আসাদুজ্জামান, উপ-পরিচালক
(৪) জনাব মোঃ শফিকুল ইসলাম সরকার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৫) জনাব মোঃ আঃ আজিজ তালুকদার, অডিট এন্ড একাউন্টস অফিসার
(৬) জনাব শাহীন মোঃ মোজাম্মেল হক, এস এ এস সুপারিনটেনডেন্ট
(৭) জনাব মুহঃ খোরশেদ আলম, অডিটর

ম্যানেজমেন্ট ইস্যু ঃ

√ দুর্বল অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থা।

√ হিসাব রক্ষণে অনিয়ম।

√ অর্থ আদায়/কর্তন সংক্রান্ত দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতা।

√ বিধি-বিধান প্রতিপালনে অদক্ষতা।

অনিয়ম ও ক্ষতিসমূহের কারণ ঃ

- √ বিধি-বিধান অনুসরণ না করা।
- √ অর্থ মন্ত্রণালয়, সংস্থাপন মন্ত্রণালয়, জাতীয় রাজস্ব বোর্ড ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় সহ সেনা, নৌ ও বিমান বাহিনী সদর দপ্তর কর্তৃক জারিকৃত বিভিন্ন আদেশ বা বিধি প্রতিপালনে ব্যর্থতা।
- √ চুক্তি সম্পাদনে অনিয়ম।
- √ আদায়কৃত রাজস্ব সরকারি কোষাগারে জমা না করা।
- √ সরকারি অর্থ আদায় না করা।
- √ সরকারের প্রাপ্য রাজস্ব কম হারে আদায় করা।

অডিটের সুপারিশ ঃ

- √ প্রতিবেদনে অন্তর্ভুক্ত সকল অনিয়মের দায়দায়িত্ব নির্ধারণ পূর্বক আপত্তিকৃত টাকা আদায়।

- √ অডিট আপত্তি নিরসনে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপ।

- √ আর্থিক ও প্রশাসনিক বিধি-বিধান কঠোরভাবে প্রতিপালন।

- √ নিজস্ব অভ্যন্তরীণ নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থার দুর্বলতাসমূহ চিহ্নিতকরণপূর্বক তা উত্তরণকল্পে পদক্ষেপ গ্রহণ।

দ্বিতীয় অধ্যায়

(অডিট অনুচ্ছেদ সমূহ)

Abbreviation & Glossary

এ রিপোর্টে ব্যবহৃত বিভিন্ন শব্দের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদত্ত হলোঃ-

১) এ এফ ডি = আর্মড ফোর্সেস ডিভিশন।

২) এ জি ই = এসিষ্ট্যান্ট গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

৩) বি এন এস=বাংলাদেশ নেভাল শীপ।

৪) সি.পি.সি (কন্ট্রাক্টরস্ পার্সেন্টেজ) = সিডিউলে বর্ণিত কাজ বা দ্রব্যের মূল্যের উপর ঠিকাদার কর্তৃক উদ্ধৃত উর্দ্ধহার/নিম্নহার বুঝায়।

৫) সি এম ই এস = কমান্ড্যান্ট অব মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস।

৬) সি এন ই= সিভিলিয়ান নন-ইনটাইটেলমেন্ট।

৭) ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই = ডাইরেক্টরেট অব ওয়ার্কস এন্ড চীফ ইঞ্জিনিয়ার।

৮) ডি জি ডি পি = ডাইরেক্টর জেনারেল ডিফেন্স পারচেজ।

৯) ডি জি এম এস= ডাইরেক্টর জেনারেল মেডিক্যাল সার্ভিসেস।

১০) ডি পি = ডিফেন্স পারচেজ।

১১) ডি এস সি এন্ড এস সি = ডিফেন্স সার্ভিসেস কমান্ড এন্ড স্টাফ কলেজ।

১২) ই-ইন-সি = ইঞ্জিনিয়ার-ইন-চীফ।

১৩) এফ আর= ফাইন্যান্সিয়াল রেগুলেশন।

১৪) জি ই = গ্যারিসন ইঞ্জিনিয়ার।

১৫) এল সি = লেটার অব ক্রেডিট।

১৬) এম ই এস রেগুলেশনস্ (মিলিটারী ইঞ্জিনিয়ারিং সার্ভিসেস রেগুলেশনস্) = এটি পূর্ত কাজের বিধি পুস্তক হিসেবে গণ্য।

১৭) এম সি ও = মিসিলিনিয়াস চার্জিং অর্ডার।

১৮) পি জি = পারফরমেন্স গ্যারান্টি।

১৯) এস এফ সি = সিনিয়র ফাইন্যান্স কন্ট্রোলার।

২০) ষ্টার রেইট = ঠিকাচুক্তিতে অন্তর্ভুক্ত কোন আইটেমের মূল্য সিডিউলে না থাকলে ঠিকাদারের দায়পরিশোধ করার জন্য দ্রব্যাদির বাজার দরের সহিত ঠিকাদারের প্রাপ্য টাকার হার (সি.পি.সি.)সহ যে দর নির্ধারণ করা হয়।

২১) টি ও এন্ড ই = টেবিল অব অর্গানাইজেশন এন্ড ইকুইপমেন্ট।

অনুচ্ছেদ নং-০১

শিরোনাম ঃ খাওয়ার অযোগ্য গুড়া দুধের মূল্য পরিশোধ করায় সরকারের ৩,১০,১২,৮৮৬ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- ডিজিডিপি কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৮-৪-২০০৭ হতে ০৬-৫-২০০৭ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষাকালে সম্পাদিত চুক্তির নথি পত্র যাচাই করা হয়।
- চুক্তিপত্র নং- ২২৫/৮২৩ ডিপিডিজি /এ এস সি /পি-৮/ তাং-০৫/০৩/২০০৬ এর সরবরাহকারী বৈদেশিক প্রিন্সিপাল কার্ণাল মিল্কফুড লিঃ ইন্ডিয়া, দেশীয় এজেন্ট মেসার্স বিসমেটিক। চুক্তি মোতাবেক বৈদেশিক প্রিন্সিপাল কার্ণাল মিল্কফুড লিঃ ইন্ডিয়া কর্তৃক প্রতি মেট্রিকটন ২৫১৩.৮২৫ মার্কিন ডলার দরে ২২৫ টন গুড়া দুধ সরববাহ করা হয়।
- সরবরাহকারী চুক্তি মোতাবেক ২২৫ টন গুড়া দুধ সরববাহ করায় মোট মুল্যের ৮০% অর্থ ৪,৪৩,৪৮৮.৫০ মার্কিন ডলার সমপরিমাণ ৩,১০,১২,৮৮৬.০৪ টাকা পরিশোধ করা হয়।
- কিন্তু সরবরাহকৃত গুড়া দুধ পরিদর্শনালয় কর্তৃক খাবার অযোগ্য ঘোষনা করা হয়, যা কিউ এম জি'র পত্র নং-৪৫৪২/৯/এসটি-৪/ তাং- ২৮/৮/০৬ তে বর্নিত আছে।
- ডিজিডিপি কর্তৃক খাবার অযোগ্য গুড়া দুধ সংগ্রহ করায় সরকারের ৩,১০,১২,৮৮৬.০৪ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- গুড়া দুধগুলো খাবার অযোগ্য। সরবরাহকারীর নিকট থেকে পুনরায় (মান সম্পন্ন দুধ) সংগ্রহ বা পরিশোধিত অর্থ আদায় করার চেষ্টা করা হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গুড়া দুধ সরবরাহ নেয়ার সময় দুধের মান পরীক্ষা করা উচিৎ ছিল।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৯-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **অবিলম্বে ৩,১০,১২,৮৮৬.০৪ টাকা বা বৈদেশিক মুদ্রায় ৪,৪৩,৪০৮.৫০ মার্কিন ডলার সংশ্লিষ্ট সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে আদায় কিংবা এ অনিয়মের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট হতে আদায় করা আবশ্যক।**

অনুচ্ছেদ-০২

শিরোনাম ঃ ঝুঁকি ক্রয়ে (Risk Purchase) অতিরিক্ত ব্যয়িত অর্থ ব্যর্থ সরবরাহকারীর নিকট হতে আদায় না করায় ৯৬,২৭,৬৮৬ টাকা ক্ষতি ।

বিবরণ ঃ

- ডিজিডিপি, ঢাকা কার্যালয়ের ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ০৮-৪-২০০৭ হতে ০৬-৫-২০০৭ পর্যন্ত এবং বাংলাদেশ সমরাস্ত্র কারখানা, গাজীপুর ক্যান্ট-এর ২০০৫-২০০৬ অর্থ বৎসরের হিসাব ২১-৬-২০০৭ হতে ২৮-০৬-২০০৭ খ্রিঃ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-১ এ বর্ণিত ১ম চুক্তিপত্র সমূহের মাধ্যমে যথাক্রমে প্রিন্টিং ক্লথ ড্রিল, সাদা টিসি ড্রিল কাপড়, ফর্মেশন সাইন এবং জিএসসিএস স্ট্রিপ সরবরাহ নেয়ার জন্য সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের সাথে ৪টি চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- কিন্তু সরবরাহকারী প্রতিষ্ঠান সমূহ মালামাল সরবরাহে ব্যর্থ হয়।
- পরবর্তীতে ১ম সরবরাহকারীদের ঝুঁকিতে উক্ত মালামাল সরবরাহ নেয়ার জন্য ২য় চুক্তি সমূহ সম্পাদন করা হয়।
- ফলে, সরকারের ৯৬,২৭,৬৮৬.২৪ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়েছে।
- ডিপি-৩৫ অনচ্ছেদ-১৬ এর উপ-অনুচ্ছেদ-এ(ii) এবং এফ আর পার্ট-১ এর রুল-২৩৩ অনুযায়ী সরবরাহকারী সরবরাহে ব্যর্থ হলে উক্ত মালামাল নতুনভাবে পুনরায় ক্রয় করায় সরকারের যে অতিরিক্ত অর্থ ব্যয় হয় উহা ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায়যোগ্য। কিন্তু এক্ষেত্রে উক্ত বিধি মানা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- আপত্তিকৃত টাকা আদায় করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠান হতে উক্ত অর্থ আদায় না করায় বর্ণিত টাকা সরকারের আর্থিক ক্ষতি হয়েছে।**
- **স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে যথাক্রমে ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ এবং ১৯-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ বরাবর ডিজিডিপি কার্যালয়ের এবং বাসকা, গাজীপুর সেনানিবাসের অগ্রিম অনুচ্ছেদ সমূহ জারী করা হয়। সশস্ত্র বাহিনী বিভাগ ও প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৯-৬-২০০৮ খ্রিঃ ও ০২-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৬-২০০৮ খ্রিঃ ও ২২-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।**

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **জবাব মোতাবেক আপত্তিকৃত ৯৬,২৭,৬৮৬.২৪ টাকা অবিলম্বে আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।**

অনুচ্ছেদ নং-০৩

শিরোনাম ঃ এডমিশন ফি এবং ভর্তি প্রত্যাহার সংক্রান্ত ক্ষতিপূরণ বাবদ আদায়কৃত টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় এবং অনাদায়ী টাকা আদায় না করায় সরকারের ১২,৫৭,৮৫২ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- আর্মড ফোর্সেস মেডিকেল কলেজ, ঢাকা সেনানিবাসের ২০০৪-২০০৬ সালের গভর্নিং বডির কার্যবিবরণী, পাবলিক ক্যাশবুক, বোর্ড প্রোসিডিং নথির দৈনিক আদেশ নামা, টিউশন ফি আদায় সংক্রান্ত কাগজপত্র ইত্যাদি ১৭-৬-২০০৭ হতে ২৬-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিশিষ্ট-২ এ বর্ণিত হিসাব হতে দেখা যায় যে, এডমিশন ফি বাবদ আদায়কৃত ১০,৪০,০০০ টাকা এবং ভর্তি প্রত্যাহার করায় ক্ষতিপূরণ বাবদ ২,১৭,৮৫২ টাকা সর্বমোট ১২,৫৭,৮৫২ টাকা সরকারি খাতে জমা ও হিসাবভুক্ত করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- টাকা টি আর করে জানানো হবে।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত চাওয়া হয়েছে। সিদ্ধান্ত পাওয়া গেলে এডমিশন ফি ও অন্যান্য ফি বাবদপ্রাপ্ত অর্থ সরকারি কোষাগারে জমা করার ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- গভর্নিং বডির সিদ্ধান্ত অমান্য করা হয়েছে।
- সরকারি পাওনা বাবদ অর্থ কোষাগারে জমা করা হয়নি।
- কমিটি অব এডজাস্টমেন্ট এর সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করা হয়নি।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ০১-৮-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৯-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৬-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- আপত্তিকৃত ১২,৫৭,৮৫২ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

বাংলাদেশ সেনা বাহিনী

অনুচ্ছেদ নং-০৪

শিরোনামঃ সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত ১,৩৪,৪৩,২৮৫ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- সি এম এইচ, ঢাকা, এবং সি এম এইচ, কুমিল্লা সেনানিবাস- এর ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব যথাক্রমে ০৫-১১-২০০৬ হতে ২২-১১-২০০৬ এবং ১২-১২-২০০৬ হতে ১৯-১২-২০০৬ খ্রিঃ পর্যন্ত সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সি এন ই (Civilion non Entitlement) রোগীদের নিকট হতে মোট ২,০৬,৮১,৯৭৭/০৩ টাকা পাওয়া যায় (পরিশিষ্ট-৩), যা ডিজিএমএস ও সেনাসদর-এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নরূপে বন্টণ করা হয়েছেঃ
- (ক) সরকারি শেয়ার ৩৫%, (খ) গবেষণা ও উন্নয়ন (DGMS) ১৫% (গ) বিশেষজ্ঞ শেয়ার ৩০% (ঘ) স্টাফ শেয়ার ১০% (ঙ) সার্ভিস চার্জ ১০%
- উক্ত বন্টণের নির্দেশনাপত্রে সরকারি অনুমোদন নেই।
- সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যতীত উক্ত ট,কা বন্টণ অনিয়মিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ডিজিএমএস ও সেনাসদর এজি'র শাখা পত্র নং- ৭৬১৭/৮৩/পি/ডিএমএস/মড-২ তাং-১১/৬/২০০৩ খ্রিঃ এর নির্দেশনা মোতাবেক সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে বন্টণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৪-০১-২০০৭ ও ১৪-০২-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ১৩-৫-২০০৭ ও ২৭-৩-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১৬-৭-২০০৭ ও ১৪-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত ব্যতীত উল্লেখিত অর্থ বন্টণ করা সঠিক হয়নি।**
- **বন্টণকৃত ৬৫% (১৫%+৩০%+১০%+১০%) বাবদ ১,৩৪,৪৩,২৮৫/০৬ টাকা সরকারি খাতে হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।**

বাংলাদেশ নৌ বাহিনী

অনুচ্ছেদ নং-০৫

শিরোনাম ঃ ১×২০´ ফুট সাইজের কন্টেইনার জাহাজী করণের বিপরীতে ১×৪০´ ফুট সাইজের খালাসকৃত অবাস্তব কন্টেইনার এর জাহাজ ভাড়া দাবী/পরিশোধ করায় ৯২০০ মাঃ ডঃ এবং ৪০,৬২৫ টাকার সমপরিমাণ মোট ৮,৩৯,৬৪৫ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এস এফ সি (নৌ) লালাসরাই মিরপুর-১৪ ঢাকার ২০০৪-২০০৬ সালের হিসাবের উপর পরিচালিত নিরীক্ষায় টিএ/ডিএ শাখার ডিভি নং-২৫৭ অব ৬/২০০৫ ও তৎসংশ্লিষ্ট রেকর্ডপত্র ১৮-৩-২০০৭ হতে ০৯-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষায় দেখা যায় যে, পি নং- ২০৫ কমান্ডার এম নূরুল ইসলাম কর্তৃক বেইজিং চায়না হতে ঢাকায় স্থায়ী বদলীর দাখিলকৃত ৯,৭৫,৫৭৫/৮১ টাকার সমন্বয় বিল পাশ করা হয়। যাতে জাহাজ ভাড়া বাবদ ৯২০০ মাঃ ডঃ এবং ৪০৬২৫ টাকা অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। Beijing yansha Billion International Transport Service Company কে ০৯/৯/০৪ খ্রিঃ তারিখে জাহাজ ভাড়া বাবদ ৯২০০মাঃ ডঃ অগ্রিম পরিশোধের Official Receipt এবং Bill of Lading এ ১×২০´ ফুট সাইজের ১টি কন্টেইনার পরিবহণের উল্লেখ রয়েছে,অথচ আইসিডি, কমলাপুর ঢাকা থেকে ১×৪০´ /High ৯-৬˝ সাইজের কন্টেইনার খালাস করা হয়েছে।
- ১×২০´ ফুট সাইজের কন্টেইনার জাহাজী করণের বিপরীতে ১×৪০´ ফুট সাইজের খালাসকৃত অবাস্তব কন্টেইনার এর জাহাজ ভাড়া দাবী/পরিশোধ করায় ৯২০০মাঃডঃ বা উহার সমপরিমাণ ৫,৩২,৬৮০/- টাকা দেশীয় মুদ্রার ১.৫ গুন বিনিময় হারে মোট (৫,৩২,৬৮০×১.৫)=৭,৯৯,০২০ টাকা এবং জাহাজ ভাড়া বাবদ ৪০,৬২৫ টাকা সর্বমোট ৮,৩৯,৬৪৫ টাকা ক্ষতি হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নির্বাহী কর্তৃপক্ষের নিকট হতে জবাব প্রাপ্তির পর জানানো হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, দাবীকৃত বিল ও তৎসংশ্লিষ্ট কাগজপত্রের সঠিকতা/ যথার্থতা যাচাই করে বিল পাশ করার দায়িত্ব এস এফ সি (নৌ) কর্তৃপক্ষের বিধায় নির্বাহী কর্তৃপক্ষের জবাব বিবেচ্য নয়।
- সর্বোপরি আপত্তির প্রেক্ষিতে বিল ও তৎসম্পর্কিত কাগজপত্র নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে বিধায় আপত্তিকৃত ৯২০০ মাঃডঃ ও ৪০,৬২৫ টাকা বা সমপরিমাণ মোট ৮,৩৯,৬৪৫ টাকা আদায় করা আবশ্যক।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৯-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ০৯-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ০৮-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশঃ

- আপত্তিকৃত অর্থ আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

অনুচ্ছেদ নং-০৬

শিরোনামঃ সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যতীত বিভিন্ন হারে বিতরণ করায় ৫,৫৮,০৫৫/- টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বি,এন,এস,পতেঙ্গা (হাসপাতাল), নিউমুরিং চট্টগ্রাম এর ২০০৪-২০০৬ সালের হিসাব ০৭-৫-০৭ হতে ১৫-৫-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে পরিলক্ষিত হয় যে, সি এন ই (Civilian non Entitlement) রোগীদের নিকট হতে মোট ৮,৫৮,৫৪৬/- টাকা পাওয়া যায়। যা ডিজিএমএস- এর নির্দেশনা অনুযায়ী নিম্নরূপে বন্টণ করা হয়েছে ঃ
- (ক) সরকারি শেয়ার ৩৫%, (খ) গবেষণা ও উন্নয়ন (DGMS) ১৫% (গ) বিশেষজ্ঞ শেয়ার ৩০% (ঘ) স্টাফ শেয়ার ১০% (ঙ) সার্ভিস চার্জ ১০%।
- উক্ত বন্টণের নির্দেশনা পত্রে সরকারি অনুমোদন না থাকায় ২০০১-২০০২ সনে অডিট আপত্তি উত্থাপিত হয়। আপত্তির প্রেক্ষিতে বিষয়টির উপর সিদ্ধান্তের জন্য উপরোক্ত বন্টণ স্থগিত রেখে সংশ্লিষ্ট কার্যালয় হতে নৌ সদর, নৌ সদর হতে ডিজি এম এস, ডিজি এম এস হতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ে পত্র প্রেরণ করা হয়।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় এর পত্র নং- প্রম/অডিট-১/২০০২/ডি-৫/১০৯ তাং-২/৭/২০০৬ ইং এর মাধ্যমে কতিপয় তথ্য, কাগজপত্র এবং বন্টণের যৌক্তিকতা চাওয়া হয়। যাহা নিম্নে দেওয়া হলো।
- (ক) সি এন ই রোগীদের প্রাপ্ত অর্থ বন্টণের নীতিমালা কোন পর্যায়ে কখন অনুমোদিত ? (খ) এ প্রক্রিয়ায় এ যাবত কত টাকা খরচ হয়েছে ? বর্তমানে কিভাবে উক্ত অর্থ খরচ হচ্ছে (গ) প্রতি বৎসর কি পরিমাণ সি এন ই রোগীদের চিকিৎসা দেয়া হয় এবং এ সেবা প্রদানের জন্য কি পরিমাণ অর্থের প্রয়োজন ?
- মন্ত্রণালয়ের পত্রের জবাবের কোন ফয়সালা ব্যতীত নৌ সদরের নির্দেশে জমাকৃত ৮,৫৮,৫৪৬/- টাকা হতে সরকারি অংশ টি আর-এর মাধ্যমে জমা দিয়ে বাকী ৫,৫৮,০৫৪.৯০ টাকা বন্টণ করা হয়েছে।
- সরকারি সিদ্ধান্ত ব্যতীত উক্ত টাকা বন্টণ অনিয়মিত হয়েছে।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- নৌ বাহিনী সদর দপ্তর পত্র নং- এমডি-১/ ২২৯/৩/১৭২৫ তাং-০৪/১২/২০০৬ এর নির্দেশনা মোতাবেক সি এন ই রোগীদের নিকট হতে প্রাপ্ত অর্থ সংশ্লিষ্ট পক্ষ সমূহের মধ্যে বন্টণ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব সন্তোষজনক নয়। কারণ, অর্থ মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত না পাওয়া পর্যন্ত উল্লেখিত অর্থ বন্টণ করায় উহা আদায় করা আবশ্যক।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১৭-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ১০-৪-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **আপত্তিকৃত ৫,৫৮,০৫৪.৯০ টাকা আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।**

অনুচ্ছেদ নং-০৭

শিরোনামঃ পারিবারিক বাসস্থানে অবস্থানরত সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের নিকট হতে বিদ্যুৎ বিল কম হারে আদায় করায় রাজস্ব ক্ষতি ১,৬৮,৭২,০৮৪ টাকা।

বিবরণ ঃ

- বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থিত জিই এবং এজিই কার্যালয় সমূহের যথাক্রমে ২০০৪-২০০৫ এবং ২০০৫-২০০৬ সালের হিসাব বিভিন্ন সময় নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে সংরক্ষিত বিদ্যুৎ বিল/রেন্ট বিল লেজার হতে দেখা যায় যে, সামরিক বাহিনীর সদস্যগণের আবাসিক বাসস্থানের বিদ্যুৎ বিল ১ম ৩০ ইউনিট প্রতি ইউনিট ০.২৮ টাকা হারে এবং মাসিক ব্যবহারের অবশিষ্ট ইউনিট সমূহ প্রতি ইউনিট ০.১৬ টাকা হারে আদায় করা হচ্ছে।
- এম ই এস প্রবিধান প্যারা-৮৪ টেবিল-সি এর ক্রমিক-৬ এবং এ্যাপেন্ডিক্স 'ও' এর এ্যানেক্সার 'এ ' প্যারা-৩ অনুযায়ী বিদ্যুতের মূল্য পরিবর্তনের সাথে সাথে ই- ইন-সি কর্তৃক বাংলাদেশ ফ্ল্যাট রেট ও রিকভারি রেটে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের জন্য জেএসআই বা অন্য কোন সরকারি পত্র জারী করার নির্দেশ রয়েছে।
- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় পত্র নং- ১সে-৯/৮৩/ডি-১২/ ৩১৪ তাং-৭/৭/৮৩ এর ক্রমিক-২(১)(৬) মোতাবেক বাহিনী প্রধান ও মেজর জেনারেল বা তদূর্ধ্ব র‌্যাংকের এবং সমপর্যায়ের অন্যান্য সার্ভিসের অফিসারদের বাসভবনে AC ব্যবহারের প্রাধিকার রয়েছে। অথচ তার চেয়ে অধঃস্তন কর্মকর্তাদের বাসভবনে প্রাধিকার বহির্ভূত প্রাইভেট AC স্থাপন করে কম রেইটে বিদ্যুৎ বিল দাবী / আদায় করা হচ্ছে।
- এক্ষেত্রে জেএসআই বা অন্য কোন সরকারি পত্র জারীর মাধ্যমে ২০০৪-২০০৫ ও ২০০৫-২০০৬ সালের জন্য প্রতি ইউনিট যথাক্রমে ২.৫০, ৩.০০, ৫.০০ টাকা হারে আদায় না করে উপরে বর্ণিত ১৯৬৪ সালে প্রকাশিত এমইএস সিডিউলের হারে বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে।
- ফলে সংশ্লিষ্টদের নিকট হতে ১,৬৮,৭২,০৮৪.১৮ টাকা বিদ্যুৎ বিল বাবদ কম আদায় করা হয়েছে (পরিশিষ্ট-৪)।
- **সরকারি আদেশ পরিপালন না করে কম হারে বিদ্যুৎ বিল আদায় করায় সরকারের ১,৬৮,৭২,০৮৪.১৮ টাকা ক্ষতি হয়েছে ।**

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- **উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মোতাবেক বিদ্যুৎ বিল আদায় করা হচ্ছে।**

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- **সরকারি নির্দেশ মোতাবেক বিদ্যুৎ বিল আদায় করা আবশ্যক।**
- **স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তি সমূহকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।**

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- **বিদ্যুৎ বিল বাবদ কম আদায়কৃত ১,৬৮,৭২,০৮৪.১৮ টাকা আদায় করে সরকারি কোষাগারে জমা ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।**
- **ভবিষ্যতে বিদ্যুৎ বিল আদায়ের ক্ষেত্রে সরকারি নির্দেশ যথাযথভাবে অনুসরণ করা আবশ্যক।**

অনুচ্ছেদ নং-০৮

শিরোনামঃ অনিয়মিতভাবে হোয়াইট/কালার ওয়াশ-এর পরিবর্তে **Acrylic Weather Coat Paint** ব্যবহার করায় সরকারের ৩২,১৯,৬৪০ টাকা ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- বিভিন্ন সেনানিবাসে অবস্থিত জিই কার্যালয় সমূহের ২০০৫-০৬ সালের হিসাব বিভিন্ন সময়ে নিরীক্ষা করা হয়।
- নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-৫ এ উল্লেখিত বিভিন্ন জিই কার্যালয়ের মাধ্যমে পূর্বে যে সকল বিল্ডিং এ হোয়াইট/কালার ওয়াশ ছিল ঐ সকল বিল্ডিং এ উহার পরিবর্তে Acrylic Weather Coat Paint ব্যবহার করে ৩২,১৯,৬৪০.৩৬ টাকা ব্যয় করা হয়েছে।
- এমইএস রেগুলেশন প্যারা-১৪৯-এর টেবিল-এফ অনুযায়ী নির্দিষ্ট মেয়াদ উত্তীর্ণ হওয়ার পর ইউনিট কমান্ডার সি এম ই এস- এর অনুমোদন সাপেক্ষে পূর্বে যে সকল বিল্ডিং এ যে রং ছিল ঐ রং (Colour washing within the colour) করাতে পারবেন ।
- উক্ত নির্দেশ উপেক্ষা করে হোয়াইট/কালার ওয়াশ-এর পরিবর্তে Acrylic Weather Coat Paint ব্যবহার করা হয়েছে। অর্থাৎ কালার পরিবর্তন করা হয়েছে। যা সঠিক হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- ই-ইন-সি'র বেটার ক্লাস অনুমোদনের মাধ্যমে কাজ করা হয়েছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, এম ই এস রেগুলেশনের কোন প্যারার নির্দেশ উপেক্ষা করা হলে তাতে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন আবশ্যক।
- কারণ, এটি একটি প্রাধিকার বহির্ভূত কাজ।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তি সমূহকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে বিভিন্ন তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় বিভিন্ন তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে বিভিন্ন তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের অনুমোদন গ্রহণ করে বিষয়টি নিয়মানুগ করার জন্য অনুরোধ করা হলো।

অনুচ্ছেদ নং-০৯

শিরোনাম ঃ নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের ওপর ঠিকাদারকে সিপিসি প্রদান করায় সরকারের ৩১,৩৬,৫১৬ টাকা অতিরিক্ত ব্যয়।

বিবরণ ঃ

- সি এম ই এস (বিমান) কুর্মিটোলা, ঢাকা এবং জিই (আর্মি) বগুড়া ক্যান্টের যথাক্রমে ২০০৪-০৬ এবং ২০০৫-০৬ সালের হিসাবের উপর যথাক্রমে ০৮-৪-২০০৭ হতে ১৭-৪-২০০৭ এবং ১৯-৪-২০০৭ হতে ১৬-৫-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত সময়ে পরিচালিত নিরীক্ষায় নির্মাণ কাজের চুক্তিপত্র ও স্টেটমেন্ট পর্যালোচনা করে দেখা যায় যে, পরিশিষ্ট-৬ এ বর্ণিত কার্যালয়ের আওতায় নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্য ঠিকাদারের দাবীকৃত বিলে অর্ন্তভুক্ত রয়েছে।
- ঠিকাদারের দাবীকৃত মোট টাকা থেকে সিমেন্টের মূল্য বাদ না দিয়ে সম্পূর্ণ টাকার উপর সি পি সি বাবদ ৩১,৩৬,৫১৬.৪৯ টাকা ঠিকাদারকে অতিরিক্ত পরিশোধ করা হয়েছে।
- এম ই এস সিডিউলভুক্ত রেইটের এ্যানালাইসিসে সরকার কর্তৃক সরবরাহকৃত সিমেন্টের মূল্যের উপর ১০% লভ্যাংশ প্রদান করা হয়নি। কারণ, উক্ত সিমেন্ট সরকারি সম্পত্তি কাজেই ঠিকাদারের বিল থেকে সিমেন্টের মূল্য বাদ দিয়ে সি পি সি প্রদান করার আবশ্যকতা ছিল।
- কিন্তু তা না করে সি পি সি বাবদ ৩১,৩৬,৫১৬.৪৯ টাকা ঠিকাদারকে প্রদান করা সঠিক হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চুক্তিপত্র সম্পাদনকালে ঠিকাদার কর্তৃক সিডিউল রেইটের উপর সি পি সি যুক্ত করা হয়ে থাকে বিধায় ঠিকাদারকে কোন অতিরিক্ত দায় পরিশোধ করা হয়নি।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- জবাব গ্রহণযোগ্য নয়। কারণ, সিডিউল রেইটে সরকারি সিমেন্টের মূল্য অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। যার ভিত্তিতে হিসাবকৃত চুক্তিমূল্যের উপর সি পি সি যুক্ত করায় সিমেন্টের মূল্যের উপর সি পি সি ঠিকাদারকে পরিশোধ করা হয়েছে। যা আদায়যোগ্য।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ৩০-৫-২০০৭ ও ২২-৭-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিষ্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৩-৯-২০০৭ ও ১৪-০২-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়িত ৩১,৩৬,৫১৬.৪৯ টাকা সংশ্লিষ্ট ঠিকাদারদের নিকট হতে আদায় ও হিবাবভুক্ত করা আবশ্যক।
- সিমেন্টের মূল্যের উপর ঠিকাদারকে লভ্যাংশ প্রদান থেকে বিরত থাকতে হবে।

অনুচ্ছেদ নং-১০

শিরোনাম ঃ সরকারি সম্পত্তি ইজারা/ভাড়া বাবদ প্রাপ্ত ৫,৫০,০২৩ টাকা সরকারি কোষাগারে জমা না করায় ক্ষতি।

বিবরণ ঃ

- এমইও, চট্টগ্রাম সেনানিবাস-এর ২০০৪-০৬ সালের হিসাব ০৪-২-০৭ হতে ১০-২-০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষা করা হয়। নিরীক্ষাকালে নিম্নলিখিত অনিয়ম সমূহ পরিলক্ষিত হয় ঃ

১. (ক) চট্টগ্রাম পুরাতন সেনানিবাসস্থ ৫নং আলম কাঠগড় মৌজার আরএস-১০২নং খতিয়ানভুক্ত জমি ৩৬৫নং প্লটে ১২একর প্রতিরক্ষা বিভাগীয় জমির বৈধ ইজারাদার জনাব এস এ নিলুফার। তিনি উক্ত জমি মেসার্স হোসেন ট্রেডিং কোং লিঃ এর ব্যবস্থাপনা পরিচালক জনাব আকতার হোসেনের নিকট ৩৫,০০,০০০/- টাকায় সাফ-কবলা বিক্রয় করেন।

(খ) ১২ একর জমির মধ্যে ০.০২ একর জমি বাণিজ্যিকভাবে ব্যবহার করা হয়েছে যার বর্তমান বাজার দর ৫,৮৩,৩৩৩/৩৩ টাকা। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয়ের ৮/৯/৯০ খ্রিঃ তারিখের ১২-১-৮৫/ডি-৯/৪৯৯ নং পত্র মোতাবেক জমির প্রিমিয়াম ৭৩,৪৯৫/৬৩ টাকা এবং ৮ বছরের খাজনা বাবদ (৭৩৫৯.৫৬×৮) বা ৫৮,৭৯৬/৪৮ টাকা সহ মোট ১,৩২,২৯২/১১ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

২. স্থায়ী ইজারা গ্রহণকারীদের নিকট খাজনা বাবদ ১,৪১,৭৭৫/৮০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

৩. চিড়িংগা বিমান বন্দর ও ফেনী বিমান বন্দর-এর অস্থায়ী বাণিজ্যিক দোকান ভাড়া/ইজারা বাবদ ১,৪০,৮৮৬/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

৪. বাণিজ্যিকভাবে দেয় স্থায়ী ইজারা বাবদ বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের নিকট ৭৬,০১২/৯০ টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

৫. চিড়িংগা বিমান বন্দর ও ফেনী বিমান বন্দর-এর কৃষি জমির ইজারা বাবদ ৫৯,০৫৬/- টাকা অনাদায়ী রয়েছে।

- সর্বমোট সরকারি পাওনা বাবদ ৫,৫০,০২২/৮১ টাকা আদায় করা হয়নি (পরিশিষ্ট-৮)।
- এমইও অফিসের সরেজমিনে যাচাই প্রতিবেদন হতে দেখা যায় যে, চট্টগ্রাম পুরাতন সেনানিবাসস্থ ১২একর জমির লীজ গ্রহীতা উক্ত জমিতে ৭-৮ বৎসর যাবৎ ব্যবসা করে আসছেন। যা ইজারা চুক্তির ৬নং শর্তের পরিপন্থী।
- ইজারায় গৃহীত সরকারি সম্পত্তি বিক্রি করা সঠিক হয়নি।
- খাজনা/ইজারা বাবদ সরকারি অর্থ আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- চট্টগ্রাম পুরাতন সেনানিবাসস্থ ১২একর জমির আপত্তির বিষয়ে যাচাই করে লিখিত ভাবে জবাব প্রদান করা হবে।
- অনাদায়ী টাকা আদায়ের ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- সরকারি লীজ গৃহীত জমি সাব-কবলা বিক্রি করা সঠিক হয়নি।
- সরকারি অর্থ আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ১২-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় ২০-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে তাগিদ প্রদান করে সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২০-৯-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারি পাওনা বাবদ ৫,৫০,০২২/৮১ টাকা আদায় ও হিসাবভুক্ত করা আবশ্যক।

অনুচ্ছেদ নং-১১

শিরোনামঃ ব্যর্থ ঠিকাদারের Risk and Cost এ অতিরিক্ত ব্যয়িত ১,০১,০৭৯/- আদায়যোগ্য।

বিবরণ ঃ

- ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই (বিমান) কুর্মিটোলা,ঢাকা ক্যান্ট অফিসের ২০০৫-২০০৬ সনের চুক্তিপত্র সমুহ ১৮-৪-২০০৭ হতে ২৬-৪-২০০৭ খ্রিঃ তারিখ পর্যন্ত নিরীক্ষাকালে দেখা যায় যে, ঘাঁটি মতিউর যশোরে ১×৪ বিমান সেনা বাসস্থান নির্মানের জন্য চুক্তিপত্র নং- ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই (বিমান)-৮৩ অব ২০০৪-২০০৫ মের্সাস জামান এন্টার প্রাইজ (প্রাঃ) লিঃ এর সাথে ২৬.৩৩% লভ্যাংশে ৪০,৩১,৮৯৪/- টাকায় সম্পাদন করা হয়। ২৫,০৯,৬১৪.২০ টাকার কাজ সমাপ্ত করার পর অবশিষ্ট ১৫,২২,২৭৯.৮০ টাকার কাজ সম্পাদন করতে ঠিকাদার ব্যর্থ হন।
- উক্ত ঠিকাদারের ব্যর্থতার কারণে পরবর্তী চুক্তিপত্র নং-ডি ডব্লিউ এন্ড সি ই (বিমান)-৬২অব ২০০৪-২০০৫ এর মাধ্যমে মেসার্স মোঃ শরিফুল জালাল এর সাথে ৩২.৯৭% লভ্যাংশে অবশিষ্ট ১৫,২২,২৭৯.৮০ টাকার কাজের চুক্তি সম্পাদন করা হয়।
- ফলে সরকারের ১৫,২২,২৭৯.৮০(৩২.৯৭-২৬.৩৩)%=১,০১,০৭৯/৩৭ টাকা অতিরিক্ত ব্যয় হয়।
- চুক্তিপত্রের সাধারণ শর্তাবলী ২২৪৯ এর ক্রমিক নং-৫৩ এবং সংশ্লিষ্ট অনুচ্ছেদ-১৬ অনুযায়ী ব্যর্থ ঠিকাদারের দায়-দায়িত্বে চুক্তি বাতিল করে কার্য সম্পাদন করায় অতিরিক্ত ব্যয়িত ১,০১০,৭৯/৩৭ টাকা সংশ্লিষ্ট ব্যর্থ ঠিকাদারের নিকট হতে আদায় করা হয়নি।

অডিটি প্রতিষ্ঠানের জবাব ঃ

- কার্য সম্পাদনে ব্যর্থ হওয়ায় চুক্তিপত্র নং-৮৩ অব ২০০৪-২০০৫ বাতিল করা হলে এবং অবশিষ্ট কাজ সম্পাদনের জন্য চুক্তিপত্র নং-৬২ অব ২০০৪-২০০৫ সম্পাদন করা হলে ঠিকাদার মের্সাস জামান এন্টারপ্রাইজ (প্রাঃ) লিমিটেড বিজ্ঞ সহকারী জজ আদালত যশোরে দেওয়ানী মামলা নম্বর ৮৯/০৬ দায়ের করেন। মামলাটি বর্তমানে প্রক্রিয়াধীন আছে। মামলার রায় অনুযায়ী ব্যবস্থা নেয়া হবে।

নিরীক্ষা মন্তব্য ঃ

- মামলায় ব্যর্থ ঠিকাদার জয়ী হলে ঠিকাদারের সাথে সম্পাদিত চুক্তিতে ক্রুটির কারণেই হবে। ফলে সেক্ষেত্রে ক্রুটিপূর্ণ চুক্তি সম্পাদনের জন্য দায়ী ব্যক্তি/ব্যক্তিবর্গের নিকট থেকে উক্ত টাকা আদায় করতে হবে।
- স্থানীয়ভাবে নিরীক্ষা প্রতিবেদন জারী করার পর আপত্তিটিকে আর্থিক গুরুতর অনিয়ম হিসাবে চিহ্নিত করে ২৪-৬-২০০৭ খ্রিঃ তারিখে প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় বরাবর অগ্রিম অনুচ্ছেদ জারী করা হয়। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় হতে আপত্তি নিস্পত্তি সহায়ক জবাব না পাওয়ায় সর্বশেষ ব্যবস্থা হিসাবে ২৪-৩-২০০৮ খ্রিঃ তারিখে আধা-সরকারি পত্র জারী করা হয়।

নিরীক্ষার সুপারিশ ঃ

- সরকারের অতিরিক্ত ব্যয়িত ১,০১,০৭৯/৩৭ টাকা সংশ্লিষ্টদের কাছ থেকে আদায় ও হিসাবভুক্ত করা প্রয়োজন।

বঙ্গাব্দ
তারিখ ঃ --------------------------
খ্রিষ্টাব্দ

(নূরুন নাহার)
মহাপরিচালক
প্রতিরক্ষা অডিট অধিদপ্তর